সংবাদ

তারিখ ... 02 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

বরিশালে সরকারি কলেজের বেহাল অবস্থা : কমে যাচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

সুজন হালদার, বানারীপাড়া

চরম অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও শিক্ষক সঙ্কটের কারণে বরিশালের প্রায় সব সরকারি কলেজেরই বেহাল দশা। ফলাফল ধারাবাহিকভাবে খারাপ হওয়ার পাশাপাশি এসব কলেজে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। পক্ষান্তরে ভাল করছে জেলা ও উপজেলা সদরের বেসরকারি কলেজগুলো।

বিভাগীয় সদরে অবস্থিত ব্রজমোহন কলেজসহ দু'একটি সরকারি কলেজের সার্বিক অবস্থা মোটামুটি ভাল হলেও জেলা ও উপজেলা সদরের সরকারি কলেজগুলোতে চরম অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। প্রতিটি কলেজেই চলছে চরম সঙ্কট। এছাড়া কর্তব্যরত শিক্ষক-কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলা, কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব এবং সর্বোপরি ছাত্র-শিক্ষক ক্রমাবনতিশীল সম্পর্কের কারণে শিক্ষার মান আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বরিশালের দ্বিতীয় প্রাচীনতম চাখার সরকারি ফজলুল হক কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ৬২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩০টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। বিশেষ করে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকের পদগুলো বেশিরভাগ সময়ই শূন্য থাকে। শিক্ষকরা এখানে যোগ দেয়ার ২/৩ মাস পরই অন্যত্র বদলি হওয়ার জন্য লবিং তৎপরতা শুরু করেন। কলেজের ফল ধারাবাহিকভাবে খারাপ। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে এসে তলানিতে ঠেকেছে। ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২শ'র নিচে, অথচ আশির দশকে যা ছিল ৪ হাজারের ওপর, ক্লাস হয় অনিয়মিত। প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সায়েন্স ল্যাব ও পাঠাগার সারা বছরই থাকে অব্যবহৃত। ছাত্রাবাস এবং অধ্যক্ষের বাসভবন বনজঙ্গলে ছেয়ে গেছে, সব মিলিয়ে বিশাল ক্যাম্পাস জুড়ে খাঁ খাঁ শূন্যতা। স্বরূপকাঠি সরকারি কলেজের চিত্রও প্রায় অভিন্ন। সরকারি কলেজ রেখে ছাত্রছাত্রীরা পার্শ্ববর্তী শহীদ স্মৃতি কলেজে (বেসরকারি) ভর্তি হচ্ছে। পিরোজপুর জেলা সদরেও সরকারি কলেজের তুলনায় বেসরকারি কলেজগুলোর ফল ও শিক্ষার মান ভাল। ভাণ্ডারিয়া সরকারি কলেজের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। বাকেরগঞ্জ ও গৌরনদী সরকারি কলেজের বিগত বছরের পারফরম্যান্স ভাল নয়। বরং উপজেলা সদর কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত বানারীপাড়া কলেজ, হাবিবপুর আজিজুল হক কলেজ, নাজিরপুর কলেজসহ বেশকিছু কলেজের শিক্ষার মান ও ফল বেশ ভাল।

জেলা পর্যায়ের অন্যান্য সরকারি কলেজগুলোতেও শিক্ষক সঙ্কট, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে এবং সার্বিক শিক্ষার মানের ওপর এর প্রভাব পড়ায় ছাত্রছাত্রীরা ক্রমেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বিভাগীয় সদরের সরকারি কলেজগুলোর মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। অনার্স, মাস্টার্স পর্যায়ে সরকারি বিএম কলেজের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও সরকারি বরিশাল কলেজ, মহিলা কলেজ কিংবা হাতেম আলী কলেজের পারফরম্যান্স ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। ১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয় কিংবা সদ্য প্রতিষ্ঠিত বরিশাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফলসহ শিক্ষার সার্বিক মান যথেষ্ট সন্তোষজনক।

ছাত্র, শিক্ষক কিংবা কর্মচারীদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সরকারি কলেজগুলোর হতাশাজনক পারফরম্যান্স কেন জানতে চাওয়া হলে এক সহযোগী অধ্যাপক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানান, অনার্স, মাস্টার্স পর্যায়ের বড় কলেজ থেকে শিক্ষকদের উপজেলা পর্যায়ের ইন্টারমিডিয়েট কিংবা ডিগ্রি কলেজে বদলি করায় সার্বিক পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সমস্যা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন বেসরকারি কলেজ হওয়ায় যোগাযোগের সুবিধার জন্য ছাত্রছাত্রীরা সেসব কলেজে ভর্তি হয়। অবশ্য বেসরকারি কলেজের এক উপাধ্যক্ষ জানান, বেসরকারি কলেজের ওপর একদিকে যেমন চাপ থাকে, অন্যদিকে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতাও অনেক বেশি। যে কারণে বেসরকারি কলেজগুলো তুলনামূলক ভাল করছে।

তবে সরকারি কলেজগুলোর চলমান বেহাল অবস্থার উত্তরণ না ঘটলে পুরো বরিশালের শিক্ষা ব্যবস্থায়ই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদ ও সচেতন মহল।